শাইখ আবু মুহাম্মাদ আসিম আল মাক্বদিসী কর্তৃক রচিত
(আল্লাহ্ তাঁকে হিফাজত করুন)

উ'বুদিয়্যাহ সংক্রান্ত উপদেশ ও পরামর্শসমূহ

আওরাক্ব মিন দাফতার সাযিন এর ষষ্ঠ পত্র হতে সংগৃহীত

প্রকাশনা: আনসারুল্লাহ বাংলা টীম

উ'বুদিয়্যাহ সংক্রান্ত উপদেশ ও পরামর্শসমূহ

আওরাক্ব মিন দাফতার সাযিন এর ষষ্ঠ পত্র হতে সংগৃহীত

শেইখ আবু মুহাম্মাদ আসিম আল মাক্বদিসী কর্তৃক রচিত

(আল্লাহ্ তাঁকে হিফাজত করুন)

আনসারুল্লাহ বাংলা টীম

কারাগারের কঠোর দেয়াল বেষ্টনীতে রচিত চিঠিটি অত্যন্ত প্রিয় কতিপয় ভাইদের প্রতি সমর্থন এবং অনুস্মারক হিসেবে প্রেরিত হয়েছিল;

ইমাম ইবনে আল ক্বাইয়্যিম রচিত আল-ওয়াবিল আস-সায়্যিব এবং ইগহাথাহ আল-লাহফান পুস্তকদ্বয়ের কিছু উক্তির বর্ণনানুসারে-

প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্য এবং শান্তি ও প্রীতি সম্ভাষণ বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল ﷺ, তাঁর পরবারবর্গ, তাঁর সাহাবাগণ এবং তাঁর অনুসারী সকলের প্রতি। ওয়া বা'আদঃ

আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি আল-আ'লিয়্যি আল ক্বাদির (যিনি অতি মহিমান্বিত, সমগ্র ক্ষমতার অধিকারী) আল্লাহ্ তা'য়ালা যেন তোমাদেরকে তাদের অন্তর্ভূক্ত করেন, যাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হলে শুকরিয়া আদায় করে এবং যারা কঠিন পরীক্ষায় আপতিত হলে দৃঢ়ভাবে সবর করে এবং যারা গুণাহতে লিপ্ত হয়ে পড়লে তওবাহ করে--

নিশ্চিতভাবে, এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে আল্লাহর একজন দাসের জন্য সুখ ও শান্তির পথ এবং এগুলোই হচ্ছে তার সাফল্যের মূলসূত্র এই দুনিয়ায় এবং অবশ্যই আখিরাতেও।

আল্লাহর একজন দাসকে অনবরত এই তিনটি জিনিসের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হতে হয়ঃ

প্রথমতঃ

আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ যা তিনি সর্বদা তাঁর দাসদের উপর বর্ষণ করতে থাকেন। এবং এ কারণে সে বাধ্য থাকে শুক্র গুজার হতে (কৃতজ্ঞতা, সন্তুষ্ট, নেয়ামতসমূহের স্বীকৃতি) এবং তা গঠিত হয়েছে তিনটি স্তম্ভের উপরঃ

(১) অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আল্লাহর নেয়ামত সমূহের যথাযথ উপলব্ধি করা।
(২) আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামত সম্পর্কে প্রকাশ্যে বলা।
(৩) এ সমস্ত নেয়ামতের সদ্ব্যবহার করা তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য যিনি এগুলোর মালিক যিনি এগুলো প্রদান করেছেন।[১]

---

[১] উলামাগণ হাম্দ (আল্লাহর গুণগান করা) এবং শুক্র (আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা) এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপন করে উল্লেখ করেছেন- হাম্দ করা হয় শব্দগুচ্ছের মাধ্যমে, যেমনটি আল্লাহ্ উল্লেখ করেছে,

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا

"বলুন: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি না কোন সন্তান রাখেন, না তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন শরীক আছে এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না, যে কারণে তাঁর কোন সাহয্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং আপনি স-সম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে থাকুন।"(সূরা বানী ইসরাঈলঃ ১১১),

আর শুকরের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

"তারা সোলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী দুর্গ, ভাস্কর্য, হাউযসদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লির উপর স্থাপিত বিশাল ডেগ নির্মাণ করত। হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতা সহকারে তোমরা কাজ করে যাও। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পসংখ্যকই কৃতজ্ঞ।"(সূরা সাবাঃ ১৩)

আর এভাবেই, আল্লাহ্র পুরস্কার সমূহের সদ্ব্যবহার করা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই যাতে করে আমাদের রব প্রদত্ত পুরস্কার এবং নেয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শিত হয়। এবং সেগুলো রবকে সন্তুষ্ট করার জন্য ব্যবহার না করা এবং রবের অবাধ্য হয়ে তাঁর প্রদত্ত নেয়ামতসমূহ ব্যবহার এটা কুফর (অকৃতজ্ঞতা, আল্লাহর রহমতের প্রতি অস্বীকৃতি)। যেমনটি আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন,

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ

দ্বিতীয়তঃ

কষ্ট ক্লেশ যা দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাকে পরীক্ষা করে থাকেন। এবং তাতে আবশ্যক হচ্ছে সাবর (ধৈর্য্য ও সহনশীলতা) এবং এটাও তিনটি স্তম্ভের ভিত্তিতে গঠিতঃ

১. আল্লাহর হুকুম আহকামের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা, অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম আহকামের প্রতি সর্বদা সন্তুষ্ট থাকা।

২. জিহ্বা কে অভিযোগ করা থেকে বিরত রাখা।

৩. আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে দেহের অঙ্গ প্রত্যেঙ্গকে বিরত রাখা।

অতএব, যখন আল্লাহর দাসেরা এই তিনটি শর্ত পরিপূর্ণ করতে সক্ষম হয়, তখন কষ্ট ক্লেশ মিষ্টতা লাভ করে আর পরীক্ষা রূপান্তরিত হয় বরকতে এবং অপ্রিয়রা তখন পরিণত হয় আল্লাহর প্রিয়পাত্রে...

প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ তাঁর বান্দাকে কষ্টক্লেশে পতিত করেন তাকে বিধ্বস্ত করার জন্য নয়; বরং তিনি তাকে কষ্টে ফেলেন তার সবর এবং উবুদিয়্যাহর (বশ্যতা, দাসত্ব) পরীক্ষা নেবার জন্য।

কেননা, বান্দা আল্লাহকে দু'ধরনের উবুদিয়্যাহ দিতে বাধ্য-"ধাররা (দুঃখ-দুর্দশা বা প্রতিকূল অবস্থার) সময়ে উবুদিয়্যাহ এবং সাররা (সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বা অনুকুল অবস্থার) সময়ে উবুদিয়্যাহ।

আল্লাহর প্রতি বান্দার উবুদিয়্যাহ (বশ্যতা, দাসত্ব) পালন করতে গিয়ে এমন কিছু করতে হয় যা বান্দাকে অসন্তুষ্ট করে, তবুও তাকে তা পালন করতে হবে, ঠিক সেভাবেই যেভাবে সে সন্তুষ্টচিত্তে কিছু পালন করে থাকে।

"কিতাবের জ্ঞান যার ছিল, সে বলল, আপনার দিকে আপনার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেব। অতঃপর সুলায়মান যখন তা সামনে রক্ষিত দেখলেন, তখন বললেন এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে নিজের উপকারের জন্যেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে জানুক যে, আমার পালনকর্তা অভাবমুক্ত কৃপাশীল।" (সূরা আন-নামলঃ ৪০)

এবং আল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন ইব্রাহীম ﷺ সম্বন্ধে,

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

"নিশ্চয় ইবরাহীম ছিলেন এক সম্প্রদায়ের প্রতীক, সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে এক আল্লাহ্‌রই অনুগত এবং তিনি শিরক কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তিনি তাঁর অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁকে মনোনীত করেছিলেন এবং সরল পথে পরিচালিত করেছিলেন।" (সূরা আন-নাহলঃ ১২০-১২১)

এবং শুক্‌রের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌র কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পন এবং তাঁর দাসত্ব করা, যেমনটি আল্লাহ্ বলেছেন,

بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ

"বরং আল্লাহ্‌রই এবাদত করুন এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত থাকুন।" (সূরা আয-যুমারঃ ৬৬)

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

"যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করলেন যে, যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে তোমাদেরকে আরও দেব এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হবে কঠোর।" (সূরা ইব্রাহীমঃ ৭)

এবং আমাদের রব প্রতিজ্ঞা করেছেন,

এবং অধিকাংশ মানবকূল তাদের জন্য সহজসাধ্য ব্যাপারে অধীনস্থতা পালন করে ... কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে যা করতে তারা অসন্তোষ বোধ করে সেটা পালন করাতেই প্রকৃত দাসত্ব।

যেমন, প্রচন্ড গরমে ঠান্ডা পানি দ্বারা ওযু করাটা উবুদিয়্যাহ।

সুন্দরী স্ত্রীর সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বজায় রাখা- উবুদিয়্যাহ এবং তার প্রয়োজন মেটাতে খরচ করাটাও- উবুদিয়্যাহ।

.....আর ঠান্ডা পানি দ্বারা প্রচন্ড শীতে ওযু সমাধা করা, সেটাও উবুদিয়্যাহ বৈকি,

এবং যখন মনের কামনা কোন স্ত্রীলোককে পেতে গভীরভাবে প্রলুব্ধ করে, তখন সেই আকাংক্ষা পরিত্যাগ করা -কোন মানুষের ভয়ে ভীত হয়ে নয়- সেটা উবুদিয়্যাহ।

এবং অভাব অনটন এবং দরিদ্রতার ভয় সত্ত্বেও সাদাকা করাও উবুদিয়্যাহ।

পক্ষান্তরে, উভয় ধরনের উবুদিয়্যাহর মধ্যকার পার্থক্য ব্যাপক। যার ফলে, বান্দারা একে অন্যের চেয়ে স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে এবং তদানুসারেই তারা তাদের রবের চোখে পদমর্যাদা প্রাপ্ত হয়।

এবং উভয়াবস্থায় আল্লাহর যেকোন বান্দা, যদি সে আল্লাহর অধিকার সমূহ সম্পূর্ণ করে তার দুঃসময়ে এবং সুসময়ে তবে এই বান্দাটাই হবে সে যার উল্লেখ আল্লাহ তাঁর বানীতে করেছেন,

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

"আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা আপনাকে আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্যান্য উপাস্যদের ভয় দেখায়। আল্লাহ্ যাকে গোমরাহ করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই।"[২]

এবং পরিপূর্ণ বশ্যতা থেকেই আসে বিশুদ্ধ যথাযোগ্যতা এবং অসম্পূর্ণ বশ্যতা আনে আংশিক যোগ্যতা।

অতএব, যে কেউই মঙ্গলের সন্ধানী, সে যেন আল্লাহর প্রশংসা এবং শুকরে নিজেকে ব্যস্ত রাখে; অপরপক্ষে যে এছাড়া অন্য কিছু সন্ধান করে, তবে তাকে অন্য কাউকে নয় বরং নিজেকেই দোষী-সাব্যস্ত করতে হবে।

এবং এরাই হচ্ছে আল্লাহর প্রকৃত বান্দা- যাদের উপর তাদের শত্রুদের কোনই কর্তৃত্ব নেই। আল্লাহ্ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন (শয়তানের প্রতি),

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ

"যারা আমার বান্দা, তাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই; কিন্তু পথভ্রান্তদের মধ্য থেকে যারা তোমার পথে চলে।"[৩]

এবং আল্লাহ্ নিশ্চয়তা দান করেছেন সহযোগিতা করার এবং বিজয় দান করার তাঁর দ্বীনকে, তাঁর হিজবকে (দল) এবং তাঁর আউলিয়াদের (মিত্রদের, বন্ধুদের) যারা তাঁর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জ্ঞান এবং শ্রম উভয় দ্বারা অগ্রসর হয়। যেমন, আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন,

وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ

---

[২] সূরা আয-যুমারঃ ৩৬

[৩] সূরা আল হিজ্‌রঃ ৪২

“আর আমার বাহিনীই হয় বিজয়ী।”[৪]

আল্লাহ্ তা’য়ালা আরও বলেছেন,

كَتَبَ اللَّهُ لاغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

”আল্লাহ্ লিখে দিয়েছেনঃ আমি এবং আমার রাসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।”[৫]

এবং তিনি (সর্বোচ্চ মহিমান্বিত) আরও বলেছেন,

“মূসা বললেন তাঁর কওমকে, আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই এ পৃথিবী আল্লাহ্র। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন এবং শেষ কল্যাণ মুত্তাকীদের জন্যই নির্ধারিত রয়েছে।”[৬]

তথাপি, একজন বান্দা তার ভাগের সাফল্য পেয়ে থাকে তার ঈমানের গভীরতা অনুযায়ী (মৌখিক স্বীকৃতি ও তদানুযায়ী আমল আহলে আস-সুন্নাহ্ ওয়াল-জামা’আহ্ অনুযায়ী)

এবং তাক্ওয়া (আল্লাহ্ ভীতি ও তাঁর বাধ্যতা)[৭] আল্লাহ্ (সুমহান) উল্লেখ করেছেন,

وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“ আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও, তবে তোমরাই জয়ী হবে।”[৮]

তদানুসারে, একজন বান্দা ঈমানের গভীরতার অনুপাতে অধিকতর উন্নত মর্যাদা লাভ করে।

তিনি আরও বলেছেন,

“তারাই বলেঃ আমরা যদি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি, তবে সেখান থেকে সবল অবশ্যই দূর্বলকে বহিস্কৃত করবে। শক্তি তো আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ও মুমিনদেরই কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।”[৯]

অতএব, একজন বান্দা ঈমানের অধিকার বলে ইজ্জত (সম্মান, ক্ষমতা এবং মহত্ব) প্রাপ্ত হয় এবং এর স্পষ্টতঃ তা প্রতীয়মান হয় তার আমলভেদে।

---

[৪] সূরা আস সাফ্ফাতঃ ১৭৩

[৫] সূরা মুজাদালাহঃ ২১

[৬] সূরা আল আ’রাফঃ ১২৮

[৭] আল্লাহ্ (পরম মহিমান্বিত) বলেন,

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ্ তার কাজ সহজ করে দেন।”(সূরা আত-তালাক্বঃ ৪)

[৮] সূরা আলে-ইমরানঃ ১৩৯

[৯] সূরা আল-মুনাফিকুনঃ ৮

সুতরাং, যদি কেউ যথাযথ ইজ্জত প্রাপ্ত না হয়- তবে বুঝতে হবে নিশ্চয়ই সেখানে তার বহির্ভূত এবং আভ্যন্তরীণভাবে ঈমানের করণীয় কিছু ছিল যা সে পরিত্যাগ করেছে এবং এটা তারই ফল, জ্ঞান এবং শ্রম উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ।

অনুরূপভাবে, কোন একজন বান্দার ঈমানের সমানুপাতে তা প্রতিরোধস্বরূপ হয় (অনিষ্টতা দূরীভূত করে)। যেমনঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ

"আল্লাহ্ মুমিনদের থেকে শত্রুদেরকে হটিয়ে দেবেন। আল্লাহ্ কোন বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না।"[১০]

এবং সমানভাবে যোগ্যতার ক্ষেত্রেও, এটা ঈমানের তারতম্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যেমন আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন,

"হে নবী, আপনার জন্য এবং যেসব মুসলমান আপনার সাথে রয়েছে তাদের সবার জন্য আল্লাহ্ যথেষ্ট।"[১১]

অর্থাৎ আল্লাহ্ই যথেষ্ট তোমার জন্যে এবং তোমার অনুসারীদের জন্যে, তিনিই তোমার এবং তাদের প্রয়োজন সাধনে সক্ষম- রসূল ﷺ এর অনুসরণের, আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পনের এবং তাঁর প্রতি তাদের আজ্ঞানুবর্তিতার আনুপাতিক হারে। অতএব, যে কেউই তা (আত্মসমর্পন এবং বাধ্যতা) পরিত্যাগ করে, তবে তদানুযায়ী সে অভাবগ্রস্থ হবে- এ সমস্ত আয়াতে যার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে।

আর আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আর মাযহাব হচ্ছে ঈমান কখনও বাড়ে, আবার কখনও কমে। ঠিক সেইভাবেই, বান্দার প্রতি আল্লাহ্র সুরক্ষা এবং সাহায্য বান্দার ঈমানের তারতম্যের সাথে আনুপাতিক হারে বাড়ে ও কমে। যেমনঃ মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা উল্লেখ করেছেন,

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ

"সেখানেই যাকারিয়া তাঁর পালনকর্তার নিকট প্রার্থনা করলেন। বললেন, হে, আমার পালনকর্তা! তোমার নিকট থেকে আমাকে পুত-পবিত্র সন্তান দান কর-নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী।"[১২]

এবং তিনি (পরম মহিমান্বিত) আরও বলেছেন,

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো দোযখের অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে।"[১৩]

---

[১০] সূরা আল-হাজ্জঃ ৩৮

[১১] সূরা আল-আনফালঃ ৬৪

[১২] সূরা আলে ইমরানঃ ৬৮ উক্ত আয়াতের অর্থ আরও বেশী পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে সূরা আল-জাসিআহ এর ১৯ নম্বর আয়াতে,

"আর আল্লাহ্ পরহেযগারদের বন্ধু।"

[১৩] সূরা বাকারাঃ ২৫৭

অতএব, যদি বান্দার ঈমান কমে যায় এবং দূর্বল হয়ে পড়ে, তবে আল্লাহর তরফ থেকে তাদের নিরাপত্তা এবং আল্লাহর বিশেষ মা'ইয়্যাহ (ভাবার্থ, আল্লাহ্ সার্বক্ষণিকভাবে তাঁর বান্দার সাথে আছেন; অর্থাৎ তাঁর অলৌকিক সহযোগিতা দ্বারা) নির্ধারিত হয় সেই বান্দার ঈমানের ধাপ অনুযায়ী।

অনুরূপভাবে, বিজয় এবং পরিপূর্ণ সহযোগিতা নির্ধারিত শুধু পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারীদের জন্যে--- যেমনটি আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন,

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ

" আমি সাহায্য করব রসূলগণকে ও মুমিনগণকে পার্থিব জীবনে ও সাক্ষীদের দন্ডায়মান হওয়ার দিবসে।"[১৪]

এবং তিনি (পরম গৌরবান্বিত) আরও বলেছেন,

وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ

" তারা যখন কোন নিদর্শন দেখে তখন বিদ্রূপ করে।"[১৫]

অতএব যে কারোই ঈমানে ক্ষয় ঘটবে, তার বিজয় এবং সাহায্য প্রাপ্তির অংশেও ক্ষয় হবে।

এবং তা এ কারণেই যে, একজন বান্দা চরম দূর্দশাগ্রস্থ হয় তার নিজের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে অথবা তার সম্পদের ব্যাপারে অথবা শত্রু তাকে খুঁজে ফেরে শুধু তার সীমালংঘন (আল্লাহর হুকুমের বিরূদ্ধে) করার ফলে- হয়তো বা এ কারণে যে সে কোন ওয়াজিব কাজ পরিত্যাগ করেছিল অথবা এ কারণে যে সে এমন কোন কাজ করেছিল যা ছিল হারাম। এবং এটাই হচ্ছে ঈমানের ক্ষয়।

এতদ্বারা বহুসংখ্যক মানুষ ভুল ধারণা পোষণ করে নিম্নলিখিত আয়াতের ব্যাপারেঃ

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

" ... এবং কিছুতেই আল্লাহ্ কাফিরদেরকে মুসলমানদের উপর বিজয় দান করবেন না।"[১৬]

কিছু সংখ্যক লোক বলে যে, আল্লাহ্ কুফ্ফারদেরকে আখিরাতে কখনও বিজয়ী করবেন না; যদিও অন্যেরা বলে যে আল্লাহ্ তাদেরকে বিজয় লাভ করার জন্য কোন হুজ্জাহ (ওযর) পেশ করার সুযোগ দান করবেন না।

কিন্তু গবেষণা এবং অনুসন্ধানের পর- এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই আয়াতটি অন্যান্য সব আয়াতের মতোই... তা হলো কুফ্ফারদের প্রকৃত ঈমানদারদের উপর জয়লাভ করা বা তাদের ক্ষতিসাধন করার পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। যদি ঈমান দূর্বল হয়ে পড়ে, তবে তাদের শত্রুপক্ষ একধাপ এগিয়ে যায় তাদের থেকে সেই অনুপাতে যা সেই বান্দারা ঈমান হতে বর্জন করেছিল; এতদনুসারে, এরা সেসব বান্দাই যারা তাদের শত্রুদের জন্য পথ তৈরী করে দেয়, আল্লাহর আজ্ঞানুবর্তিতা থেকে কোন অংশ বর্জন করে।

---

[১৪] সূরা আল মু'মিনঃ ৫১

[১৫] সূরা আস-সাফ্ফাতঃ ১৪

[16] সূরা নিসাঃ ১৪১

অতঃপর, একজন মু'মিন প্রকৃতই সম্মানিত হয়, হয় বিজয়ী, সাহায্যপ্রাপ্ত এবং অভাবমুক্ত এবং প্রয়োজন সাধনে হয় সক্ষম, অনিষ্টতা থেকে হয় প্রতিরোধ্য, সে যেখানেই অবস্থান করুক না কেন- এমনকি শত্রুপক্ষ যেখান থেকেই আসুক না কেন স্থলপথ, জলপথ বা আকাশপথ থেকে... যতক্ষণ পর্যন্ত সে ঈমানের সত্যতা এবং আবশ্যকতা পরিপূর্ণভাবে বজায় রাখে, আন্তরিকভাবে এবং বাহ্যিকভাবে, এসবই সে প্রাপ্ত হতে থাকে। আল্লাহ্ (সুমহান) বলেছেন,

وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

" আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে, তোমরাই জয়ী হবে।"[১৭]

এবং তিনি (পরম গৌরবের অধিকারী) বলেছেন,

" অতএব, তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির আহবান জানাইও না, তোমরাই হবে প্রবল। আল্লাহ্ই তোমাদের সাথে আছেন। তিনি কখনও তোমাদের কর্ম হ্রাস করবেন না।"[১৮]

অতএব, এটাই হচ্ছে নিশ্চয়তা এবং এটা শুধু তাদের ঈমান (পরিপূর্ণতা) এবং তাদের ভাল আমলের মাধ্যমেই আসবে- যেটা হচ্ছে স্বক্ষেত্রে একটি সেনাবাহিনী, আল্লাহর সেনাবাহিনীর মধ্য হতে[১৯], যাদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের হেফাযত করেন[২০], এবং যা

---

[১৭] সূরা আলে-ইমরানঃ ১৩৯

[১৮] সূরা মুহাম্মদঃ ৩৫

[১৯] যেমনটি আল্লাহ্ (মহিমান্বিত তিনি) বলেছেন,

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلا مَلائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلا هُوَ وَمَا هِيَ إِلا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ

" আমি জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাই রেখেছি। আমি কাফেরদেরকে পরীক্ষা করার জন্যেই তার এই সংখ্যা করেছি-যাতে কিতাবীরা দৃঢ়বিশ্বাসী হয়, মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং কিতাবীরা ও মুমিনগণ সন্দেহ পোষণ না করে এবং যাতে যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা এবং কাফেররা বলে যে, আল্লাহ্ এর দ্বারা কি বোঝাতে চেয়েছেন। এমনিভাবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে চালান। আপনার পালনকর্তার বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন এটা তো মানুষের জন্যে উপদেশ বৈ নয়।"(সূরা আল-মুদ্দাস্সিরঃ ৩১)

এবং সুরা তালাক্ব:২-৩

[২০] যেমনটি হাদীস শরীফেও উল্লেখ করা হয়েছে,

অতএব যারা আল্লাহর খাঁটি বান্দা, তাদের উপর তাদের শত্রুদের কোনই কতৃত্ব নেই এবং এমনটি এ কারণেই যে তারা থাকে আল্লাহর স্মরণতলে, তাঁর হেফাজতে, তাঁর সুরফা পরিবেষ্টিত হয়ে এবং তাঁর নিরাপদ আশ্রয়ে।

এবং যেমনটি হাদীস শরীফেও উল্লেখ করা হয়েছে,

"তোমার ওপর আল্লাহর হক্ব আদায় কর, আল্লাহ তোমাকে হেফাযত করবেন; তোমার ওপর আল্লাহর হক্ব আদায় কর,তুমি তাঁকে সামনে পাবে(তিনি তোমাকে হিদায়াত করবেন)। কোন কিছু চাইলে আল্লাহর কাছে চাও; কোন সাহায্যের প্রয়োজন হলে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ কর । যা ঘটবার (তা লিপিবদ্ধ) করার পর কলম শুকিয়ে গেছে । যদি সমগ্র সৃষ্টি তোমার কোন কল্যাণ করতে চায়, এমন বিষয়ে যা আল্লাহ তোমার জন্য নির্ধারণ করেননি, তারা তা করতে পারবে না; আবার যদি সমগ্র সৃষ্টি তোমার কোন অকল্যাণ করতে চায়, এমন বিষয়ে যা আল্লাহ তোমার জন্য নির্ধারণ করেননি,তারা তা-ও করতে পারবে না। এবং জেনে রাখ, তুমি যা অপছন্দ কর তাতে ধৈর্য্য ধারণে প্রভূত কল্যাণ আছে-এবং ধৈর্য্যের সাথে বিজয় আর বেদনার সাথে আরাম রয়েছে-আর কষ্টের সাথে রয়েছে মুক্তি।" ইবন রজবের মতে হাসান জাইয়্যিদ,জামী আল উলুম আল হিকাম,(১/৪৫৯)। অন্য বর্ননায়," জেনে রাখ,সমস্ত পৃথিবী যদি তোমার কল্যাণ সাধনে সমবেত হয়,আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন,তার চেয়ে বেশি কিছু করতে পারবে না;এবং সমস্ত পৃথিবী যদি তোমার অকল্যাণ সাধনে সমবেত হয়,আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন,তার চেয়ে বেশি কিছু করতে পারবে না। কলম তুলে নেয়া হয়েছে আর পৃষ্ঠা শুকিয়ে গেছে।" সহীহ আত্ তিরমিযী(২০৪৩),আল আলবানীর মতে সহীহ,মিসকাত আল মাসাবীহ(৫২৩২),আল ওয়াদি ই,আল জামী আল সহীহ(২/৪৫৮),আল সহীহ আল মুসনাদ(৬৯৯) এবং ইবন হাজর,আল মুওয়াফাকা আল খাবর(১/৩২৮৮)

কখনও হ্রাস পায় না, ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ এর প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে না যায়, পক্ষান্তরে কাফির এবং মুনাফিকেরা তাদের মন্দের আমল থেকে ব্যবচ্ছেদ করে ফেলে... "অথচ সম্মান ও মর্যাদা তো আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদেরই।"

এবং যখন আল্লাহর শত্রু, অভিশপ্ত ইবলিস অবহিত হল যে, আল্লাহ্, তাঁর বান্দাদের তার হাতে সমর্পন করবেন না, না তাকে তাদের উপর কোন কর্তৃত্ব দেবেন- অতঃপর ইবলিস বলল,

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

"সে বলল, আপনার ক্ষমতার শপথ! আমি তদের সকলকেই পথভ্রষ্ট করবো, তবে তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাগণ ব্যতিত।"[২১]

এবং

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

"...আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ্ তার জন্যে নিস্কৃতির পথ করে দেবেন। এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ্ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ্ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন।"[২২]

অতঃপর, যদি আল্লাহ্র শত্রু তাদের মধ্য থেকে কারো গোপনে ক্ষতি সাধন করে- যেমন, অসতর্ক লোকের কাছ থেকে চোর কিছু চুরি করে নিয়ে যায়- তবে সেটা এমন একটি ব্যাপার যা আর এড়ানো সম্ভব না। প্রকৃতপক্ষেই, তখন সেই বান্দা হবে পরীক্ষিত, হবে অসতর্ক, আকাঙ্খিত এবং মানসিক অবস্থা দ্বারা পরীক্ষিত। ইবলিস তার মধ্যে প্রবেশ করবে এই তিনটি দরজা দ্বারা। যেভাবেই হোক না কেন বান্দা চেষ্টা করে, তার পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠবে না অসতর্কতা, আকাঙ্খা এবং মানসিক অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া।

এবং বাস্তবিকপক্ষে মানবজাতির পিতা হযরত আদম ﷺ- যিনি সহনশীল ছিলেন সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে অন্যতম, অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং স্থির সংকল্প... তথাপি, আল্লাহর শত্রু তার বিপক্ষে থেমে থাকেনি, ততক্ষণ পর্যন্ত না যতক্ষণে সে তার আমলে পদস্থলন করে ত্রুটি করেছিলেন। অতএব, তাদের সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি দাঁড়ালো যাদের উচ্চাকাঙ্খা আরো তীব্র এবং যাদের বুদ্ধিমত্তা তাদের পিতা আদম ﷺ এর বুদ্ধিমত্তার তুলনায় কি রকম? যেন মহাসাগরে এক ফোঁটা পানির মতো।

কিন্তু আল্লাহর শত্রু প্রকৃত ঈমানদারদের কখনও পথভ্রষ্ট করতে পারে না, যদি না সে গোপন প্রতারণার শিকার হয় অসতর্কতার বশবর্তী হয়ে এবং যদি ইবলিস তার পদস্থলন ঘটিয়ে তার পতন ঘটাতে সক্ষম হয়, তখন সে ভাবতে শুরু করে সে তাকে আক্রমণ করতে সক্ষম হয়েছে এবং তাকে ধ্বংস করে ফেলেছে।

কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহ, তাঁর করুণা এবং মার্জনা, আর তাঁর ক্ষমা বিদ্যমন থাকে এসব কিছুর পেছনে; অতঃপর যদি আল্লাহ্ তাঁর বান্দার মঙ্গল চান, তবে তিনি তাঁর বান্দার জন্য উম্মুক্ত করে দেন তওবাহ ও আক্ষেপের দু'আর এবং তার অন্তরকে অবনত করে দেন,[২৩] এবং সে অনুধাবণ করা শুরু করে আল্লাহর রহমতের কতটা প্রয়োজন তার, সে আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করে এবং আন্তরিকভাবে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং সবসময় আল্লাহর কাছে বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাঁর কাছে দো'আ করে এবং

---

[২১] সূরা ছোয়াদঃ ৮২-৮৩

[২২] সূরা আত-তালাকঃ ২-৩

[২৩] সালাফদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ বলতেন, "তোমার অবাধ্যতার ক্ষুদ্রতাকে দেখো না, বরং লক্ষ্য করো যাঁর অবাধ্যতা তুমি করলে তাঁর বিশাল মহত্ব ও মহিমা।"

সম্ভব্য যে কোন পন্থা অবলম্বনে দ্বিধা করে না যা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়, ভাল আমলের দ্বারা... ততক্ষণ পর্যন্ত যাতে প্রকৃতপক্ষে বান্দার গুনাহ তাকে পরিচালিত করে আল্লাহর ক্ষমা অর্জনের দিকে। সম্ভবতঃ তখন আল্লাহ্‌র শত্রু বলবে, "ধিক্ আমায়! তাকে আমি তার অবস্থায়ই ছেড়ে দিতাম, কেন যে তার পতন ঘটাতে বিরত হলাম না!"এটাই হচ্ছে তৃতীয় বিষয়।

তৃতীয়তঃ

বান্দা যখন কোন গুনাহ করে ফেলে, সে আফসোস শুরু করে এবং সে আল্লাহর মার্জনা ভিক্ষা করতে থাকে।

এটাই হচ্ছে কিছু সালাফদের উক্তির ভাবার্থঃ "নিশ্চয়ই একটি বান্দা হয়তো গুনাহ করে ফেলে, যার কারণে সে বেহেশতের বাগানে প্রবেশ করবে। এবং সে হয়তো বা কোন ভাল কাজ করে, যার কারণে সে প্রবেশ করবে আগুনের লেলিহান শিখায়।" কিছু মানুষ জানতে চাইলো, "সেটা কি করে সম্ভব?" তারা প্রত্যুত্তরে বলল, "সেই গুনাহর কারণে, বান্দার দু'চোখ অশ্রুপাত থামায়নি ভীতগ্রস্থ হয়ে, নিঃসঙ্গে চিন্তিত হয়ে আতংকিত, অনুতপ্ত হয়ে, তার রবের সম্মুখে লজ্জায় নতজানু হয়ে, অনুশোচনায় জর্জরিত হয়ে, ভগ্ন হৃদয়ে তার রবের কাছে হাত জোড় করে... অতএব, তার এই গুনাহ এবং তার এই অবস্থা- তার জন্য অন্যান্য অনেক ইবাদতের চেয়ে উত্তম- তার ফলে এমন পরিস্থিতি অতিক্রম করা, যা ঐ বান্দার জন্য পরবর্তীতে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং শান্তি বয়ে আনবে এবং আনবে তার সফলতা... ততক্ষণ পর্যন্ত না যতক্ষণে ঐ গুনাহ বান্দার জন্য বেহেশতের বাগানে প্রবেশের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়।

এবং সম্ভবতঃ সে হয়তো কোন ভাল কাজ করল এবং সে অনবরত সে ব্যাপারে সদম্ভে বলে বেড়াতে লাগল এবং নিজের ব্যাপারে গর্ববোধ করতে লাগল এবং এটা দেখে সে মোহাবিষ্ট হতে লাগল, এর বিস্তৃতি ঘটাতে লাগল আর বলতে থাকল, "আমি তো এটি করেছি, সেটা করেছি... এবং সে অহংকারী হয়ে উঠল, হলো দাম্ভিক আর নিজ সম্বন্ধে বিস্ময়াভিভূত হলো এবং তা আরো বর্ধিত করল- যতক্ষণ পর্যন্ত না সেটা তার ধ্বংসের কারণ হল।"

অতএব, আল্লাহ্ যদি এই মিসকিনের (দরিদ্র ব্যক্তি) মঙ্গলের ইচ্ছা করেন, তিনি তাকে পরীক্ষা করবেন কষ্ট-ক্লেশ দ্বারা, যা তার অস্তিত্বকে নাড়িয়ে দেবে, তাকে অপমানে নতজানু করবে, তার নিজের চোখে নিজেকে তুচ্ছ করে দেবে। তথাপি আল্লাহ্ যদি তার মঙ্গল ব্যতীত অন্য কিছু চান, তবে তিনি তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দিবেন, যে আত্ম অহমিকায় বিভোর হয়ে থাকবে- এবং এটাই হচ্ছে সেই পরিবর্জন যা তার ধ্বংসের জন্য অবশ্যম্ভাবী।

এবং প্রকৃতপক্ষে যারা 'ইযমাতে আ'রিফিন' (অর্থাৎ 'তারা যারা সচেতন'- ধর্মভীরু জ্ঞানীজনেরা) তাদের মতৈক্য যে, তওফীক (সফলতা) হলো আল্লাহ তোমাকে তোমার নিজের দায়িত্বে ছেড়ে দেননি এবং পরিবর্জনের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ধরন হলো তিনি (পরম করুণাময়) তোমাকে তোমার নিজ দায়িত্বে ছেড়ে দিলেন।

অতএব, যার জন্যই আল্লাহ্ মঙ্গল কামনা করেন- তিনি তার জন্য উন্মুক্ত করে দেন বিনয়ের দুয়ার এবং তাকে দান করেন নম্রতায় ভরা এমন এক অন্তর, যাতে অবিরত আল্লার স্মরণ ফিরে আসে এবং তার নিকট কাকুতি-মিনতি করে এবং সর্বদা নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি, নিজ অজ্ঞানতা এবং সীমালংঘনতার প্রতি লক্ষ্য রাখে; এবং সবসময় স্মরণ করে এবং সাক্ষ্য দান করে তার রবের মহৎ নিয়ামতসমূহের এবং তাঁর দয়াশীলতার এবং তাঁর রহমতের ও তাঁর অপার করুণার।[২৪]

আ'রিফেরা আল্লাহর (সুমহান) দিকে এ দু'টি ডানার মাধ্যমে ধাবিত হয় এবং উভয় ডানার একটি ব্যতীত আল্লাহর দিকে চলা সম্ভব না ... যখনই সে দু'টির একটি হারিয়ে ফেলে- তখনই সে পরিণত হয় একটি পাখির ন্যায় যা একটি ডানা হারিয়ে ফেলেছে।

---

[২৪] আল্লাহ্ (সুমহান) উল্লেখ করেছেন,

"মুত্তাকীরা থাকবে স্রোতস্বিণী বিধৌত জান্নাতে, যোগ্য আসনে, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর সান্নিধ্যে।"

শাইখ আল-ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رحمه الله বলেছেন, "যারা আ'রিফ তারা আল্লাহর দিকে ধাবিত হয়, আল্লাহর নিয়ামতসমূহ অবলোকন করার মাধ্যমে (এবং সর্বদা স্মরণের মাধ্যমে) এবং তাঁর নিজের অবাধ্যতার (এবং ত্রুটি বিচ্যুতি সমূহের) গভীর পর্যালোচনার মাধ্যমে।"

আর এটাই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর উক্তির ভাবার্থ, "সাইয়্যিদ আল-ইসতিগফার" (সর্ববৃহৎ পন্থা ক্ষমা চাওয়ার) এ অন্তর্ভূক্ত:

"... আমি কৃতজ্ঞতা ও প্রাপ্তি স্বীকার করি ঐ সমস্ত নিয়ামত এবং রহমতের যা আপনি আমাকে প্রদান করেছেন এবং আমি আপনার কাছে আমার কৃত সমস্ত গুনাহ কবুল করি...।"[২৫]

অতএব, এটা আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ও সাক্ষ্যদানের এবং নিজের ভুল ও গুনাহ সমূহের স্মরণ করার সমন্বয়।

আর এভাবেই, সাক্ষ্য প্রদান করে এবং স্মরণ করার দরুন বান্দার উপর তাঁর প্রদত্ত অনুগ্রহসমূহ সেই প্রদানকারী সত্ত্বার প্রতি ভালবাসা, প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন অপরিহার্য করে তোলে।

এবং নিজ গুনাহ সমূহ এবং কৃত ত্রুটিসমূহ স্মরণ রবের প্রতি বান্দার নম্রতা, বিনয় এবং সচেতনতা এবং প্রতি মূহুর্তে রবের প্রতি অনুশোচনায় ফিরে আসা অপরিহার্য করে তোলে এবং সে নিজেকে নিঃস্ব ছাড়া কখনও আর কিছুই ভাবতে পারে না... বাস্তবিক পক্ষে, আল্লাহর কাছে প্রবেশের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী দরজা যা দ্বারা বান্দা প্রবেশ করতে পারে,তা হল দরিদ্রতার দরজা। অতএব, সে তার নিজের জন্য খোঁজে না উন্নত অবস্থানস্থল, না কোন পদমর্যাদা, না কোন মাধ্যম (ওয়াসিলাহ্); বরং সে আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করে দরিদ্রতার দরজা দিয়ে এবং সম্পূর্ণ বিনম্রতার সাথে... সে যেন প্রবেশ করে একজন আত্মসমর্পিত ভিক্ষুকের ন্যায় যার হৃদয় বিনয়ে পরিপূর্ণ; ততক্ষণ পূর্ণ থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই বিনয় তার হৃদয় গভীরে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে দৃঢ়তা পায় এবং তা সব দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করে দেয় এবং সে চরম দরিদ্রতার মাঝেও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে এবং তার রবের (পরম মার্জনাকারী) প্রচন্ড প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে... এবং (যখন) সে জানতে পায় যে সে যদি তার রবের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এমনকি এক পলকের জন্যেও, সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং এমন ক্ষতিতে পতিত হবে, যা আর কখনও পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে না।

আল্লাহর উ'বুদিয়্যাহ (বশ্যতা, দাসত্ব) ব্যতীত আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের অন্য আর কোন পথ নেই ।[২৬] এবং এর চেয়ে নিকৃষ্টতম চিন্তাভাবনা আর হয় না যেভাবে, "আমি হচ্ছি গিয়ে উমুক...- আর তুমুক... আমি অর্জন করেছি এটা...আর সেটা... আমি ছিলাম এই আর সেই...।"

---

[২৫] সম্পূর্ণ দোয়াটি উক্ত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, "সাইয়্যিদ আল-ইসতিগফার" এ রসূল ﷺ বলেছেন,

"হে আল্লাহ, আপনি আমার রব। আপনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আপনার গোলাম। আমি আপনার চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি পালনে যথাসাধ্য সচেষ্ট। আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ মেনে নিচ্ছি এবং আমার কৃত গুনাহ সমূহ স্বীকার করছি। তাই আপনার নিকট প্রার্থনা করছি ,আপনি আমার গুনাহ সমূহ মাপ করে দিন, কারণ আপনি ছাড়া গুনাহ মাপ করার কেউ নেই।" রাসুল ﷺ এ দুআ প্রসংগে বলেন, "যে কেউ সকালে এ দুআ পাঠ করবে, সন্ধ্যার পূর্বে তার মৃত্যু হলে সে জান্নাতী আর যে কেউ রাতে এ দুআ পাঠ করবে, সকালের পূর্বে তার মৃত্যু হলে সে জান্নাতী।"

আল বুখারী (৬৩০৬), আল বাগাভীর শারহ আল সুন্নাহ (৩/১০৯), ইবন তাইমিয়্যার মাজমু আল ফাতওয়া (৮/১১৪, ১১/৩৮৮),আল আলবানীর সহীহ আল জামী(২৬১২,৩৬৭৪) ।

[২৬] সহীহ হাদীসে বর্নিত আছে যে,জিবরীল (আ:) রাসুল ﷺ এর সাথে বসে ছিলেন, তিনি ﷺ আকাশে তাকিয়ে একটি ফেরেশতা দেখতে পেলেন ,তখন জিবরীল عليه السلام বললেন, "সৃষ্টির পর হতে আজকের পূর্বে এই ফেরেশতা কখনো অবতরণ করেনি।" অত:পর অবতরণ শেষে ফেরেশতা বললো,"হে মুহাম্মদ, আমাকে আপনার রব জানতে পাঠিয়েছেন যে, আপনি কি রাজা-নবী, না দাস-রাসুল হতে চান?"

এতদনুসারে, উ'বুদিয়্যাহর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য দু'টি নীতির উপর গঠিত এবং এ দু'টি হচ্ছে এর ভিত্তিঃ বিশুদ্ধ ভালবাসা এবং পরিপূর্ণ বিনম্রতা।

আর এ দু'টি নীতি নির্মিত হয়েছে দু'টি স্তম্ভের উপর যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছিলঃ আল্লাহর নিয়ামতসমূহ এবং অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সাক্ষ্যদান এবং যা পরবর্তীতে তৈরী করবে ভালবাসা; এবং নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং গুনাহকে স্মরণ করা- যা পরবর্তীতে তৈরী করবে বিনম্রতা।

যদি বান্দা তার রবের অভিমুখে যাত্রা এ দু'টি নীতির উপর প্রতিষ্ঠা করে- তবে তার শত্রু কখনই তাকে পরাস্ত করতে পারবে না- যদি না অপ্রত্যাশিত কোন প্রবঞ্চনার শিকার হয়...।

এবং কত দ্রুতই না আল্লাহ্ তাকে নেতৃত্ব দিয়ে ফিরিয়ে আনেন, তাকে রক্ষা করেন এবং তাঁর অপার করুণা দ্বারা তাকে পরিশুদ্ধ করেন ...।

জিবরীল عليه السلام বললেন, "হে মুহাম্মদ, আপনার রবের প্রতি বিনম্র হন।" তখন রসূল ﷺ বললেন,"না, বরং দাস-রসূল।"

আস সিলসিলাহ আস সহীহাহ (১০০২), মুসনাদ ইমাম আহমাদ (২/২৩১), আল-আলবানীর সহীহ আত্ তারগীব (৩২৮০) ।

আমাদের প্রকাশিত (বাংলা) অন্যান্য কিতাবসমূহঃ

ইন্সপায়ার ম্যাগাজিন ইস্যু ৫
তানজীম আল-কায়দা কর্তৃক প্রকাশিত ম্যাগাজিন

ইন্সপায়ার ম্যাগাজিন ইস্যু ৬
তানজীম আল-কায়দা কর্তৃক প্রকাশিত ম্যাগাজিন

আস্‌হাবুল উখদূদ
শাইখ রিফাঈ শুরুর

ফিরাউনের খেলা
আবু সালমান ফারসী ইবন আহমেদ আল শুয়াইল আল জাহরানী

মানব রচিত আইন দ্বারা বিচার করা - এটি কি ছোট কুফর নাকি বড় কুফর?
শাইখ আবু হাজমা আল-মিশরী

মিল্লাতে ইব্‌রাহীম
আবু মুহাম্মদ 'আসিম আল-মাকদিসী

গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা (দ্বীন!)
শাইখ আবু মুহাম্মদ 'আসিম আল-মাকদিসী

ইসলামের দৃষ্টিতে গণতন্ত্রের সংশয় সমূহ
আত্‌-তিবয়ান পাবলিকেশন্স

আল্লাহ্‌ আমাদের বিজয়ের জন্য প্রস্তুত করছেন
শাইখ আনওয়ার আল আওলাকি رحمه الله

তাওহীদের পতাকাবাহীদের প্রতি...
আত্‌-তিবয়ান পাবলিকেশন্স

জিহাদের স্থায়ী ও অবিচল বিষয়সমূহ
শহীদ, আল-হাফিজ, মুজাহিদ শাইখ ইউসূফ ইব্‌ন সালেহ্‌ আল-উয়াইরী رحمه الله

ফিদায়ী অভিযানের বিষয়ে ইসলামের বিধান - ***এটি কি আত্মহত্যা নাকি শাহাদাহ্‌ বরণ?***
শহীদ, আল-হাফিজ, মুজাহিদ শাইখ ইউসূফ ইব্‌ন সালেহ্‌ আল-উয়াইরী رحمه الله

জিহাদের অংশগ্রহণ এবং সহায়তার ৩৯টি উপায়
মুহাম্মদ বিন আহমাদ আস-সালিম (ইসা আল-আতশীন)

মুসলিমদের ভূমিকে প্রতিরক্ষা করা
শহীদ শাইখ ডঃ আব্দুল্লাহ্‌ আয্‌যাম رحمه الله

মাশারী আল-আশউয়াক্ব ইলা মাশারী আল-উশাক্ব

শাইখ আহমাদ ইব্রাহীম মুহাম্মদ আল দীমাশকী আল দুমইয়াতি (ইবন নুহাস) رحمه الله

জিহাদ বিষয়ক মৌলিক আলোচনা
শাইখ আব্দুল ক্বাদির ইবনে আব্দুল আযিয

জিহাদের ভূমির পথে
ইমাম ইউসূফ ইবন সালেহ আল-'উয়ায়রী رحمه الله

তাওহীদ আল-আ'মালি
শহীদ শাইখ ডঃ আব্দুল্লাহ্ আয্যাম رحمه الله

আল-ইমাম আহমাদ ইবনু নাসর আল-খুজা'ঈ
আল-হাফিজ ইবনু কাসীর رحمه الله

ত্বলিব আল ইলমদের প্রতি উপদেশ
শাইখ সুলতান আল উতাইবি رحمه الله